ওঁ নমঃ নারায়ণায়

বাসুদেবোপনিষদ্ (সুদর্শন নাম্নী ব্যাখ্যা)

সম্পাদক এবং ব্যাখ্যাকার - বিপ্লব চন্দ্র রায়

Narayanstra

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

বাসুদেবোপনিষদ্ (সুদর্শননাম্নী ব্যাখ্যা)
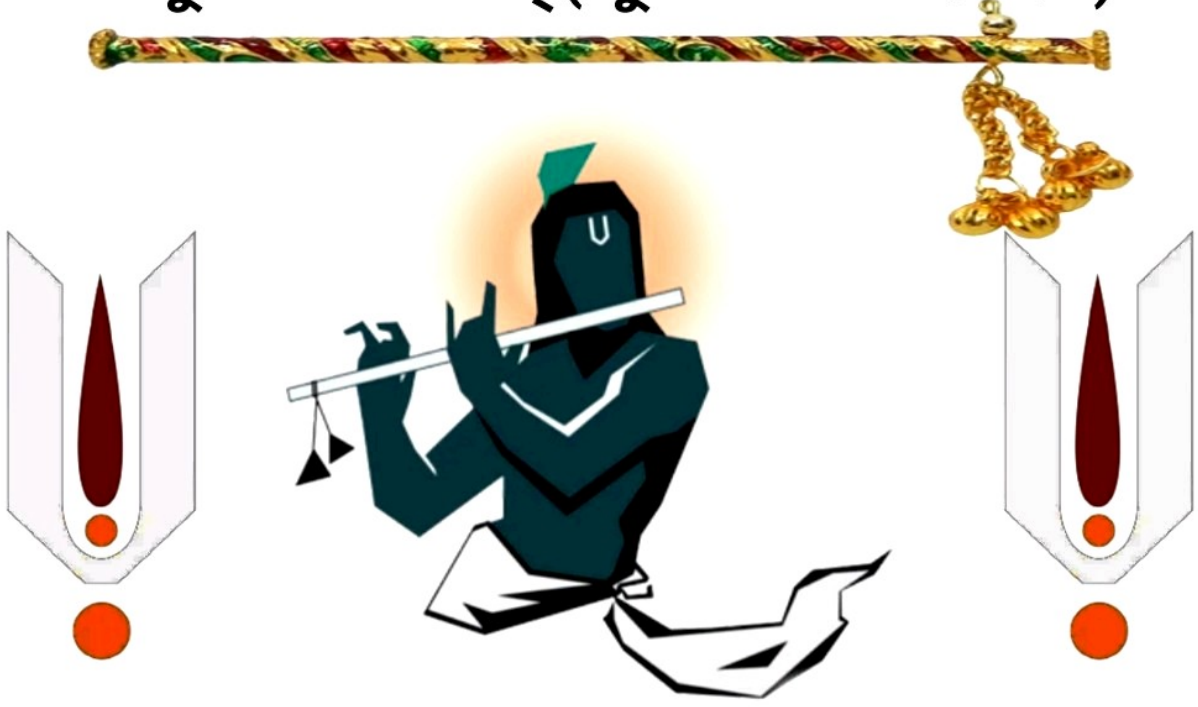
ব্যাখ্যাকার এবং সম্পাদক - বিপ্লব চন্দ্র রায়

প্রকাশন - Naraynastra (পেইজ)

ভূমিকা

ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য এবং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মাহাত্ম্য প্রকাশকারী বাসুদেবোপনিষদ হচ্ছে সামবেদের অন্তর্গত। এই উপনিষদে বৈষ্ণব তিলক ধারণের নিয়ম এবং মাহাত্ম্য প্রকাশ করা হয়েছে। বাসুদেবোপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রায় দুষ্প্রাপ্য। অনেক খোজার পর এই উপনিষদের বঙ্গানুবাদ প্রাপ্য হয়েছি। ঐ বঙ্গানুবাদের কিছুটা সংস্কার এবং "সুদর্শন নাম্নী" ব্যাখ্যা পূর্বক প্রকাশ করিলাম। বানানের ভূল ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

ব্যাখ্যাকার - বিপ্লব চন্দ্র রায়

প্রথম সংস্করণ নিয়ে কিছু কথা

নমস্কার ! বাসুদেবোপনিষদের মন্ত্রের সংস্কৃত বাক্য সহ বঙ্গানুবাদের বানানে অনেক জায়গায় ভূল হতে পারে। কারন এই গ্রন্থটি পাওয়ার পর অতি তাড়াতাড়ি আপনাদের সামনে আনার অনেক চেষ্টা করেছি। তাই হয়তোবা টাইপিং মিস্টেক সহ অনেককিছুর সমস্যা হতে পারে। এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এছাড়াও প্রথম সংস্করণের " সুদর্শন নাম্নী " ব্যাখ্যায় অতি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ঈশ্বর কৃপা করলে দ্বিতীয় সংস্করণে ইহা আরো বর্ধিত করা হবে এবং আরো প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।

নিবেদনে - বিপ্লব চন্দ্র রায়
(ব্যাখ্যাকার এবং সম্পাদক - বাসুদেবোপনিষদ্ " সুদর্শন নাম্নী " ব্যাখ্যা)

ওঁ নমঃ নারায়ণায়

বাসুদেবোপনিষদ্

নারায়ণায় মহাজ্ঞেয়ং বিশ্বাত্মানং পরায়ণম্।

অনুবাদ - নারায়ণ হচ্ছেন মহাজ্ঞেয় এবং তিনিই বিশ্বের আত্মা।

ওঁ নমস্কৃত্য ভগবান্নারদঃ সর্ব্বেশ্বরং বাসুদেবং পপ্রচ্ছ অধীহি ভগবন্নূর্দ্ধপুণ্ড্র বিধিং দ্রব্যমন্ত্রস্থানাদিসহিতং মে ব্রূহীতি। তং হোবাচ ভগবান্ বাসুদেবো বৈকুণ্ঠস্থানাদুৎপন্নং মম প্রীতিকরং মদ্ভক্তৈব্রহ্মাদি- ভির্ধারিতং বিষ্ণুচন্দনং মমাঙ্গে প্রতিদিনমালিপ্তং গোপীভিঃ প্রক্ষালনা- দেগাপীচন্দনমাখ্যাতং মদঙ্গলেপনং পুণ্যং চক্রতীর্থান্তস্থিতং চক্রসমাযুক্তং পীতবর্ণং মুক্তিসাধনং ভবতি। অথ গোপীচন্দনং নমস্কৃত্বোদ্ধৃত্য। গোপীচন্দন পাপন্ন বিষ্ণুদেহসমুদ্ভব। চক্রাঙ্কিত নমস্তুভ্যং ধারণান্মুক্তিদো 'ভব। ইমং মে গঙ্গে ইতি জলমাদায় বিষ্ণোর্নু কমিতি মদয়েৎ। অতো দেবা অবন্তু ন ইত্যেতন্মন্ত্রৈর্বিষ্ণুগায়া কেশবাদিনামভিব্বা ধারয়েৎ। ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থো বা ললাটহৃদয়কণ্ঠ বাহুমূলেষু বৈষ্ণবগায়্যা কৃষ্ণাদিনামভিব্বা ধাবয়েৎ। ইতি ত্রিবারমভিমন্ত্র্য শঙ্খচক্রগদাপাণে দ্বারকানিলযাচ্যুত। গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ বক্ষ মাং শরণাগতম্। ইতি ধ্যাত্বা গৃহস্থো ললাটাদিদ্বাদশ স্থলেঘনামিকাঙ্গুল্যা বৈষ্ণবগায়্যা কেশবাদিনামভির্বা ধারয়েৎ। ব্রহ্মচারী গৃহস্থে' বা ললাটহৃদয়কণ্ঠ- বাহুমূলেবু বৈষ্ণবগায়্যা কৃষ্ণাদিনামভির্বা ধারয়েৎ। যতিস্তর্জচ্যা শিরোললাটহৃদয়েয় প্রণবেনৈব ধারয়েৎ। ব্রহ্মাদয়স্ত্রয়ে' মূর্তয় স্তিস্রো ব্যাহৃতয়স্ত্রীণি ছন্দাংসি এয়োহগ্রর ইতি জ্যোতিষ্মন্তস্ত্রয়ঃ কালান্তিস্রোইবস্থাস্ত্রয় আত্মানঃ পুণ্ড্রাস্ত্রয় ঊর্দ্ধা অকার উকারো মকার এতে প্রণবমযোদ্ধপুণ্ড্র স্তদাত্মা সদেতদোমিতি। তানেকথা সমভবৎ। ঊর্দ্ধমুন্নময়ত ইত্যোঙ্কারাধিকারী। তস্মাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং ধারয়েৎ। পরমহংসো ললাটে প্রণবেনৈকমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ধারয়েৎ। তত্ত্বপ্রদীপপ্রকাশং স্বাত্মানং পশ্যন্ যোগী মৎসাযুজ্যমবাপ্নোতি। অথ বা ন্যস্তহৃদষপুণ্ড্র মধ্যে বা হৃদয়কমলমধ্যে বা। তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োদ্ধা

ব্যবস্থিতা। নালতোয়দমধ্যস্থাদ্বিদ্যুল্লেখের ভাস্বরা। নীবারশূকত্তন্বী পরমাত্মা ব্যবস্থিত ইতি। অতঃ পুণ্ড স্থঃ হৃদয়পুণ্ডবীকের তমভ্যসেৎ। ক্রমাদেবং স্বাত্মানং ভাবয়েম্মাং পরং হরিম্। একাগ্রমনসা যো মাং ধ্যাষতে হরিমব্যয়ম্। হৃৎপঙ্কজে চ স্বাত্মানং স মুক্তো নাত্র সংশযঃ। মরূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম আদিমধ্যান্ত- বজিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যষম্। একো বিষ্ণুবনেকেমু জঙ্গমস্থাবরেষু চ। অনুস্রাতো বসত্যাত্মা ভূতেষহম- বস্থিতঃ। তৈলং তিলেবু কাষ্ঠেযু বহ্নিঃ ক্ষীবে স্বতং যথা। গন্ধঃ পুষ্পেয় ভূতেষু তথাত্মাবস্থিতো হাহম। ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবোমধ্যে হৃদয়ে চিন্দ্রবিং হবিম্। গোপীচন্দনমালিপ্য তত্র ধ্যাত্বাপ্নুষাৎ পরম্। ঊর্দ্ধদত্তোর্দ্ধরেতাশ্চ উর্দ্ধপুণ্ডে দ্বিযোগবান্ উদ্ধং পদমবাপ্নোতি যতিরূদ্ধচতুষ্কগন। ইতে।তরিশ্চিতং জ্ঞানং মস্তক্ত্যা সিধ্যতি স্বয়ম্। নিত্যমেকাগ্রভক্তিং স্যাদেগাপীচন্দনধারণাৎ। ব্রাহ্মণানাং তু র্ব্বেষাং বৈদিকানামনুত্তমম্। গোপীচন্দনবাবিভ্যামৃদ্ধপুণ্ডং বিধীয়তে। যো গোপীচন্দনাভাবে তুলসীমূলমৃত্তিকান্। মুমুক্ষুধা- রযেন্নিত্যমপরোক্ষাত্মসিদ্ধয়ে। অতিরাত্রাগ্নিহোত্রভস্মনাগ্নের্তসিতমিদং বিষ্ণুস্ত্রীণি পর্দেতি মন্ত্রৈবৈষ্ণবগায়্যা প্রণবেনোদ্ধ লনং কুর্য্যাৎ। এবং

বিধিনা গোপীচন্দনং চ ধারয়েৎ। যত্ত্বধীতে বা স সর্ব্বপাতকেভ্যঃ পূতো ভবতি। পাপবৃদ্ধিস্তস্য ন জায়তে। স সর্ব্বেষু তীর্থেযু স্নাতো ভবতি। স সর্ব্বৈর্যজ্ঞৈর্যাজিতো ভবতি। স সর্ব্বৈর্দেবৈঃ পূজ্যো। ভবতি। শ্রীমন্নারায়ণে ময্যচঞ্চলা তক্তিশ্চ ভবতি। স সম্যগ, জ্ঞানং চ লব্ধা বিষ্ণুসাযুজ্যমবাপ্নোতি। ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে। ইত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ। যখেতদ্বাধীতে সোহপ্যেবমেব ভবর্তীত্যোং সত্যমিত্যুপনিষৎ ॥

ইতি বাসুদেবোপনিষদ্ সমাপ্ত।

অনুবাদ - ভগবান নারদ সর্বেশ্বর বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,ভগবান ! **পরমেশ্বর নারায়ণকে প্রণামপূর্বক "সুদর্শননাম্নী" ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম। (সর্বেশ্বর অর্থে ভগবান বাসুদেবকে সবকিছুর ঈশ্বর বলা**

হয়েছে। এখানে আরো একটি পরিলক্ষিত বিষয় হচ্ছে - নারদকে ভগবান হিসেবে সম্বোর্ধন। এখানে গৌণার্থে নারদকে ভগবান বলা হয়েছে। কারন ভগবান শব্দটি মূখ্যভাবে বাসুদেবেই পর্যাবসিত হয়। এ বিষয়ে বিষ্ণু পুরাণের ষষ্ঠ অংশ - পঞ্চম অধ্যায় এ উল্লেখ রয়েছে) আপনি আমাকে দ্রব্য, মন্ত্র ও স্থানাদির সহিত উর্দ্ধপুণ্ড্রের বিধি বলুন। ভগবান বাসুদেব তাঁহাকে বলিলেন, বিষ্ণুচন্দননামক দ্রব্য বৈকুণ্ঠস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমার অতিশয় প্রিয়, ব্রহ্মা প্রভৃতি আমার ভক্তগণ ইহা ধারণ করেন, গোপরমণীগণ প্রতিদিন ইহা আমার শরীরে লেপন করিয়া প্রক্ষালন (ধৌত) করিতেন, এইজন্য ইহা গোপীচন্দন নামে বিখ্যাত। ইহা আমার পবিত্র অঙ্গলেপন। ইহা চক্রতীর্থে অবস্থিত চক্রচিহ্নযুক্ত ও পীতবর্ণ, ইহা মুক্তির সাধন। শ্রদ্ধার সহিত ইহা ধারণ করিলে চিত্তশুদ্ধি ও একান্ত ভক্তি উৎপন্ন হয় এবং তাহা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া সাধক মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। **(উপরে উক্ত বাক্যে ভগবান বাসুদেব গোপীচন্দনের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া এক্ষণে গোপীচন্দনের ধারণবিধি বলিতেছেন)**

এখন গোপীচন্দনধারণাদির বিধি কথিত হইতেছে। প্রথমতঃ গোপীচন্দন নমস্কার করিয়া "গোপীচন্দন" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তোলন করিবে। মন্ত্রের অর্থ যথা- হে গোপীচন্দন, হে পাপঘ্ন, হে বিষ্ণুদেহ-সমুদ্ভব, হে চক্রচিহ্নিত, ধারণদ্বারা আমার মুক্তিপ্রদ হও। **(হে পাপঘ্ন অর্থে পাপহরণকারী বুঝিয়েছেন এবং বিষ্ণুদেব সমুদ্ভব অর্থে বিষ্ণুদেহ থেকে উৎপত্তি বুঝিয়েছেন)** "ইমং মে গঙ্গে" ইত্যাদি-মন্ত্রে জল গ্রহণ করিয়া "বিষ্ণোণু কম্ ইত্যাদিমন্ত্রে মর্দ্দন করিবে। তারপর "দেবা অবস্তু নঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুগায়ত্রীদ্বারা অথবা কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ধারণ করিবে। **(এখানে বিষ্ণুগায়ত্রী উল্লেখ করা হলো " নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ "**

(কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক/ প্রপাঠক-১০/অনুবাক-১/মন্ত্র-৬), এছাড়াও মহানারায়ণ উপনিষদের অন্তর্গত)।

ব্রহ্মচারী অথবা বাণপ্রস্থগণ বৈষ্ণব গায়ত্রীদ্বারা অথবা কৃষ্ণাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ললাট, হৃদয়, কণ্ঠ ও বাহুমূলে ধারণ করিবে। গৃহস্থ এইরূপ তিনবার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক "শঙ্খচক্র" ইত্যাদিমন্ত্রে ধ্যান করিয়া ললাটপ্রভৃতি দ্বাদশ

স্থানে অনামিকা- অঙ্গুলিদ্বারা বৈষ্ণব-গায়ত্রী বা কেশবাদি নাম উচ্চারণ করিয়া ধারণ করিবে। যতিগণ তর্জনীঅঙ্গুলিদ্বারা মস্তক ও ললাটের মূলদেশে প্রণবদ্বারাই তিলক ধারণ করিবে।

(কপালে-ওঁ কেশবায় নমঃ

উদরে- ওঁ নারায়ণায় নমঃ

বক্ষে-ওঁ মাধবায় নমঃ

কণ্ঠকূপে-ওঁ গোবিন্দায় নমঃ

দক্ষিণপার্শ্বে-ওঁ বিষ্ণবে নমঃ

দক্ষিণবাহুমূলে-ওঁ মধুসূধনায় নমঃ

দক্ষিণ স্কন্ধে- ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ

বাম পার্শ্ব-ওঁ বামনায় নমঃ

বাম বাহুমূলে-ওঁ শ্রীধরায় নমঃ

বাম স্কন্দে-ওঁ ঋষিকেশায় নমঃ

পিঠ উপরিভাগ-ওঁ পদ্মনোভায় নমঃ

পিঠ নিম্নভাগ-ওঁ দামোদরায় নমঃ) এসব মন্ত্রে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করার নিয়ম।)

এখন বিধৃত তিলকে ভাবনা- প্রকার কথিত হইতেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই দেবতামূর্ত্তিত্রয় ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ এই ব্যাহৃতিবর, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণনামক অগ্নিত্রয়, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ জ্যোতিস্মান্ পদার্থত্রয়, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানরূপ কালত্রয়, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যরূপ অবস্থাত্রয়, গৌণআত্মা, মিথ্যাআত্মা ও পরমাত্মস্বরূপ অথবা আত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মরূপ আত্মত্রয়, উর্দ্ধ ইক্ষুদণ্ডস্বরূপ দণ্ডত্রয়, অকার উকার ও মকারত্রয়াত্মক প্রণবরূপ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও তাদৃশ প্রণববাচ্য সরূপ

পরমাত্মার চিন্তা করিবে। ওঁকার আকারাদি অবয়বধারণ করিয়াও একরূপতাই প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সাধক জীবাত্মাকে হৃদয়পদ্ম হইতে সুষুম্নামার্গে উর্দ্ধে লইতে সমর্থ, তিনি ওঁকারাত্মক প্রণবরূপে অধিকারী। এইজন্যই জীবাত্মাকে ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে, উপস্থিত করিবার জন্যই উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে।

পরমহংস সন্ন্যাসিগণ প্রণব উচ্চারণ করিয়াই একটা তিলক বা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। প্রদীপের ন্যায় স্বয়ংপ্রকাশ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জীবাত্মার যথার্থ তত্ত্ব সাক্ষাৎকারী সাধক যোগী আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। অথবা জ্ঞান দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয়ে কিংবা হৃদয়কমলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিলে সাযুজ্য মুক্তি হইয়া থাকে। ঐ হৃদয়পুণ্ডরীকের মধ্যে সূক্ষ্ম ও উর্দ্ধগতিবিশিষ্ট বহ্নিশিখার ন্যায় জীবাত্মস্বরূপ ব্যবস্থিত আছে। উহা নীল মেঘের মধ্যবর্তী বিদুল্লেখার ন্যায় ভাস্বর, উহা নীবার ধান্যের সূক্ষ্ম শিখার ন্যায় সূক্ষ্মাকারে বিদ্যমান আছে। অতএব হৃদয়পুণ্ডরীকে ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় বৃদ্ধিস্থানে সেই আত্মতত্ত্বের অভ্যাস করিবে। এই ক্রমে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা হরিরূপী আমাকে ভাবনা করিবে **(অংশ অংশী ভাব)** । হৃৎপঙ্কজে জীবাত্মার সহিত অভিন্ন পরমাত্মা অবিনাশী হরিকে যিনি একাগ্রচিত্তে ধ্যান করেন, তিনি মুক্ত সংশয় নাই।

(অভেদ অর্থে এখানে - অংশাংশী ভাব। সেই পরমেশ্বর ভগবান নারায়ণই প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবাত্মা এবং পরমাত্মা অভেদ।) অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই আমার স্বরূপ, আমার আদি, মধ্য বা অন্ত নাই, আমি স্বয়ংপ্রকাশ, আমার কোনও রূপ পরিণাম নাই, আমি সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ।**(পরমেশ্বর নারায়ণ বলতেছেন - তার আদি, মধ্য বা অন্ত নেই। তাইতো তিনি পরমব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছিলেন এবং সৃষ্টির প্রলয়ের পর ও তিনিই থাকবেন।)** এইরূপ আমাকে যিনি জানেন, তিনি মুক্তিলাভ করেন। এক বিষ্ণু পরমাত্মারূপে সমস্ত স্থাবর জঙ্গমে ব্যবস্থিত আছেন। সেই আমি প্রাণিগণে অনুস্যতভাবে অবস্থান করিতেছি। যেমন তিলে তৈল, কাষ্ঠে বহ্নি, দুগ্ধে ঘৃত, পুষ্পে গন্ধ, অব্যতিরিক্তরূপে অবস্থিত, সেইরূপে আমি সকল প্রাণীতে অবস্থান করিতেছি। **(ভগবান বিষ্ণুই পরমাত্মারুপ সবকিছুর অন্তর এবং বাহিরে অবস্থান করতেছেন। এই বিষয়ে শ্রুতি শাস্ত্র সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে উল্লেখ্য রহিয়াছে। যথা - যচ্চ কিংচিৎ জগৎ সর্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা ।**

অংতর্বহিশ্চ তৎসর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ ॥

(তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১০/১৩/১,২)

অনুবাদঃ জগতে যা কিছু দর্শনযোগ্য এবং যা কিছু শ্রবণের বিষয় সেই সমস্তকেই ভিতরে এবং বাহিরে ব্যাপ্ত করে নারায়ণ অবস্থিত।

এই কারণেই ব্রহ্ম এবং জীবকে অভেদ বলা হয়।)

ব্রহ্মরন্ধে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে, হৃদয়ে, চৈতনন্তসূর্য্যস্বরূপ হরিকে গোপীচন্দনদ্বারা আলেপন ও ধ্যান করিয়া পরমাত্মাকে লাভ করে। যাহারা ঊর্দ্ধদণ্ড, উর্দ্ধরেতাঃ, উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারী ও উর্দ্ধযোগবান, এইরূপ উদ্ধ' চতুষ্টয়বিশিষ্ট যতিগণ উর্দ্ধপদ প্রাপ্ত হন। সংশয় ও ভ্রমাদিশূন্য এইরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান আমার ভক্তির দ্বারা আপনিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের গোপীচন্দনধারণ হেতু অত্যুত্তম নিত্য একাগ্র ভক্তি হয়। গোপীচন্দন ও জলের দ্বারা উদ্ধপুণ্ড্র বিহিত হইয়াছে। যে মুমুক্ষু ব্যক্তি গোপীচন্দনের, অভাবে তুলসী মূলের মৃত্তিকা নিত্য ধারণ করেন, তাঁহার আত্মসাক্ষাৎকারসিদ্ধি হয়। অতিরাত্র ও অগ্নিহোত্র যাগের ভস্মদ্বাবা "অগ্নে ভসিতং ইদং বিষ্ণুঃ" "ত্রীণিপদ ইত্যাদি মন্ত্র, বৈষ্ণব গায়ত্রী ও প্রণবের দ্বারা লেপন করিবে। এই নিয়মে গোপীচন্দনও ধারণ করিবে। যিনি ইহা অধ্যয়ন করেন, তিনি সকল পাতক হইতে পবিত্র হন। তাঁহার পাপবৃদ্ধি হয় না। তিনি সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ করেন। তিনি সকল যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তিনি দেবগণের পূজ্য হন এবং শ্রীমন্নারায়ণরূপ আমাতে স্থির-ভক্তি হন। তিনি যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুনরায় সংসারে আবৃত্তি হয় না। ভগবান্ বাসুদেব ইহা বলিয়াছেন। ওঁকারবাচ্য সত্যাত্মক ব্রহ্ম, ইহাই রহস্যবিদ্যা।

বাসুদেব উপনিষদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।